আলো

নভেম্বর - ডিসেম্বর : ২০২৩
জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী : ২০২৪

আলো পঞ্চত্রিংশ বর্ষ, ষষ্ঠ সংখ্যা, নভেম্বর-ডিসেম্বর ২০২৩
ষট্‌ত্রিংশ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি ২০২৪

এ্যাসোসিয়েশন অব ল্যাণ্ড এণ্ড ল্যাণ্ড রিফর্মস অফিসার্স, ওয়েষ্ট বেঙ্গল-এর মুখপত্র

-ঃ পত্রিকা উপসমিতি ঃ-

প্রণব দত্ত, অরিন্দম বক্সী, চঞ্চল সমাজদার, দেবব্রত ঘোষ, বাপ্পাদিত্য ব্যানার্জী, শুভ্রান্ত ঘটক, তৃষিত সেনগুপ্ত

-ঃ সম্পাদক ঃ-

অম্লান দে

সূচীপত্র

১. সম্পাদকীয় ১
২. উত্তর-সম্পাদকীয় ৩
৩. সার্ভিস গঠনোত্তর পরিস্থিতি ও করণীয়
কৃশানু দেব ৭
৪. BLLRO জবাব দাও!
মন্দিরা সেন ১১
৫. কেন্দ্রীয় কমিটির সভা ১৫
৬. সমিতিগত তৎপরতা ১৬
৭. স্মরণ ২০

সম্পাদকীয়

পথেই হবে এ পথ চেনা

"আসলে এখন আর কারও কোনো অভিযোগ নেই
যেন কোনও রক্তপাত নেই
খিদে নেই, ভাত নেই কারও!
মিছিলে ফুরিয়ে গেছে পতাকার উজ্জ্বল মহিমা
মৃত এ-জীবন জড়তার দেশে
সব কিছু স্বাভাবিক, শুধু
মুখ-খোলা ট্যাপ থেকে পথের বিজনে
জল পড়ে অনর্থক, একা।"

একাকী লড়াই বৃহত্তর পরিবর্তনকে ত্বরান্বিত করে না। কুয়াশার মতোই ঘিরে ধরে হতাশা। বিশেষতঃ স্বৈরতন্ত্রের পৈশাচিক দাপাদাপির মধ্যে যখন রক্তাক্ত হচ্ছে সমাজের ক্যানভাস বা বর্তমানের সময়-ছবি তখন প্রয়োজন হয় সমবেত ঐক্যবদ্ধ যুক্তিনিষ্ঠ বলিষ্ঠ স্বরের। আর স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে সেই স্বরতন্ত্র-ই সংগঠন।

সারা পৃথিবী জুড়েই চলছে স্বৈরতন্ত্রের বাড়বাড়ন্ত, অস্ত্রের ঝংকার, রাশিয়া-ইউক্রেন ভুখণ্ড ছাড়িয়ে গাজা ভূখণ্ড সর্বত্রই স্বজন হারানোর ক্রন্দন। ''Inclusion-Exclusion'' এর দ্বন্দ্ব হানাদার হয়ে

রক্ত ঝরাচ্ছে পৃথিবীর নানা প্রান্তে। পরিসংখ্যানে ধরা পড়ছে অসাম্য, বৈষম্যের আলামত, কর্পোরেট পুঁজি পোষিত মিডিয়াও তার সবটুকু ঢেকে রাখতে পারছে না। আর অসাম্যের-বৈষম্যের সেই বাস্তবতাকে সেইজন্যেই পরিচিত সত্ত্বার মোড়কে ঢেকে দিয়ে প্রকৃত সমস্যা সমাধানের লড়াইকে খণ্ডিত করার ''Narrative'' তৈরি করা হচ্ছে।

আমার স্বদেশভূমিও কি খুব ভালো আছে? পরিসংখ্যানের শুষ্কতা দিয়ে কি ঢাকা যাচ্ছে ''Exclusion-Inclusion'' এর বিভাজন রেখাকে, সময়ের সাথে সাথেই তো তা চওড়া হচ্ছে, এতটাই যে একই স্বদেশভূমিতে দুটো পৃথিবী তৈরি হয়ে যাচ্ছে, যার একটিতে রয়েছে বিলাস, ভোগের, সম্পদের প্রাচুর্য, আর একটি পৃথিবী প্রতিদিন নিজের বেঁচে থাকার লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে দাঁতে দাঁত চেপে। জনকল্যাণকামী রাষ্ট্র তার ভূমিকাকে দ্রুত পাল্টে নিচ্ছে। সামাজিক ভূমিকাকে ছোট করছে। বিকাশের যে বিজ্ঞাপন প্রতিনিয়ত প্রচারিত হচ্ছে বাস্তবের সাথে তার মিল পাওয়া যাচ্ছে কই? কতো মানুষ সেই বিকাশের ধারায় যুক্ত হতে পারছে? দেশের সম্পদ বিক্রি হচ্ছে নির্দ্বিধায়। ব্যক্তি আক্রমণ থেকে গোষ্ঠী আক্রমণ তো চলছেই, একই সাথে ইতিহাসের বিনির্মাণ করার সুপরিকল্পিত এক পরিকল্পনা রচিত হচ্ছে প্রতি মুহূর্তে। মৌলবাদী দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রসারিত, প্রচারিত করে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে নতুন আঙ্গিকে প্রতিষ্ঠিত করার ভয়ঙ্কর প্রয়াস স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান।

এমতাবস্থায় আমাদের মতো মধ্যবর্তী পর্যায়ের আধিকারিক-এর দৃষ্টিতে সমকালীন অবস্থাকে বিশদে ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন নেই। বকেয়া মহার্ঘভাতার স্বল্পতা এবং তৎসংক্রান্ত বঞ্চনা, সার্বিক ক্যাডার স্বার্থে বিভাগীয় সার্ভিসের সুফল সর্বস্তরে না পড়ার যন্ত্রণা, একইসাথে রাজস্ব আধিকারিক যারা এই দপ্তরের ভিত্তি তাঁদের অনিশ্চয়তা দুরীকরণের যুক্তিযুক্ত বিকল্পে বিন্দুমাত্র কর্ণপাত বা দৃষ্টিপাত না করার বহুবিধ যন্ত্রণাকে বহুগুণ বৃদ্ধি করে চলেছে আমলাতন্ত্রের একাংশের অমানবিক স্বেচ্ছাচারিতা এবং হয়রানিমূলক বদলী, ছুটির দিনেও নাগাড়ে অফিস করে যাওয়ার দৈনন্দিন যন্ত্রণা। সমস্ত বিষয়কে চুম্বকে বলা যায় যে অতীত অভিজ্ঞতার বাইরে থাকা দমবন্ধ করা এক অসহনীয় অবস্থা। ব্যক্তি মানুষ হিসাবে এই লড়াই লড়া সম্ভব নয়। সেখানে প্রয়োজন হয় সাংগঠনিক শক্তির আর সাংগঠনিক শক্তি আসে নিটোল সংগঠনের মধ্যে দিয়ে। অবস্থার ব্যাখ্যার মধ্যে দিয়ে অবস্থার পরিবর্তন হয় না, অবস্থার পরিবর্তন হয় পরিস্থিতি অনুযায়ী গৃহীত সঠিক কৌশলের প্রয়োগের মধ্যে দিয়ে। বিগত সম্মেলনের পরবর্তীতে কিছু উপাদান যুক্ত হয়েছে। কিছু নতুন সমস্যা আমাদের সামনে এসেছে, কিছু নতুন সমস্যার সামনে আমাদের দাঁড়াতে হচ্ছে। মূল কথা ঐক্য। সেই ঐক্যকে, অখণ্ডতাকে রক্ষা করতেই হবে। ঘরের মধ্যে প্রাচীর উঠলে যোগাযোগ বন্ধ হওয়ার আশঙ্কা থাকে, সেই আশঙ্কা থেকেই পরিচিতি সত্ত্বার খণ্ডিত এবং সংকীর্ণ মতবাদ বৃহত্তর লড়াইকে দুর্বল করে, ঐতিহাসিক ভাবেই বিষয়টি ভাবার। হতাশা, Exclusion এবং পরিচিতি সত্ত্বার খণ্ডিত চেতনা শুধুমাত্র সংগঠনকে দুর্বল করে না সার্বিকভাবে দুর্বল হয় ক্যাডার স্বার্থ। সেক্ষেত্রে অনিবার্য হয়ে পড়ে—অর্জিত অধিকারকে রক্ষা করার দুর্বলতা। একথা অনস্বীকার্য গণতান্ত্রিক বাতাবরণ না থাকা ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনকে বিকাশে সাহায্য করে না, দুর্বল করে। সেই দুর্বলতাকে কাটিয়ে ওঠাই সংগঠনের কাছে বড় চ্যালেঞ্জ। আর পরিস্থিতির অনুপুঙ্খ পর্যালোচনা থেকেই তৈরি করতে হয় পরবর্তী পর্যায়ে পৌঁছোনোর রূপরেখা, সেক্ষেত্রে সাংগঠনিক পরিমণ্ডলে সর্বোচ্চ মঞ্চ হল সম্মেলন।

সম্মেলনের অর্থ আমাদের কাছে নীতি নির্ধারণের সর্বোচ্চ মঞ্চ, নিছকই Get-together নয়। বহুবিধ বিষয়ে সুনির্দিষ্ট নৈতিক অবস্থান স্পষ্ট করার প্রয়োজন। প্রয়োজন অনর্জিত দাবি আদায়ের জন্য রণকৌশল নির্মাণ,

বাস্তবায়নের পরিকল্পনা প্রণয়ন। প্রয়োজন সার্বিক ক্যাডার ঐক্যকে সুসংহত করা। Inclusion-Exclusion-এর বিরুদ্ধে লড়াই-এর শপথ নেওয়ার। দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়েই প্রতীয়মান হয় পরিস্থিতি কোথায় দাঁড়িয়ে আছে, বুঝে নিতে হবে সাংগঠনিকভাবে আমরাই বা কোথায় দাঁড়িয়ে আছি। এ দায়িত্ব শুধুমাত্র সাংগঠনিক পদাধিকারী বা নেতৃত্বর উপর ছাড়া চলে না, এ দায়িত্ব সকল সদস্যের। সময় এসেছে ক্ষমতাকে প্রশ্ন করার, আধিকারিক হিসাবে, গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষ হিসাবে সর্বোপরি এই দেশের নাগরিক হিসাবে। অতীতেও বহুবিধ চ্যালেঞ্জকে প্রতিহত করেই সংগঠন এগিয়েছে, সার্বিক ঐক্যকে সুসংহত করেই এগিয়েছে। সময়টা ঝোড়ো, কিন্তু দিকভ্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা যেন না থাকে। আত্মবিশ্বাস নিয়েই সঠিক দিশায় সংগঠন এগোবে, সোনালী ডানার চিলের মতো বন্দরে যে ফিরতেই হবে, সেটাই এই সময়ের দাবি।

—o—

উত্তর-সম্পাদকীয়

‘বিকশিত ভারত’-এ ‘এগিয়ে বাংলা’

অষ্টাদশ লোকসভা নির্বাচন ২০২৪। বিশ্বের অন্যতম বড় গণতান্ত্রিক দেশের নাগরিক হিসাবে আমরা তার শরীক। আমাদের মতদান ঠিক করে দেবে যে আমরা কোন্ মতাদর্শের বাহকদের হাতে আমাদের নিজেদের এবং আমাদের ভবিষ্যত প্রজন্মের দায়িত্বভার তুলে দেবো। সংবিধানের মর্মবস্তুকে রক্ষার্থে আজকে নাগরিক সমাজের সচেতন সংহতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, নাগরিক সমাজ বিশেষতঃ নবীন প্রজন্মের আরও বেশি সক্রিয় অংশগ্রহণ জরুরি। দেশের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনা অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য স্বচ্ছ নিরপেক্ষ নির্বাচন প্রক্রিয়া থাকা দরকার। দায়িত্বশীল সরকারি কর্মচারী হিসাবে একদিকে যেমন আমাদের নির্ধারিত দায়িত্ব প্রতিপালন করতে হবে তেমনই পরিবার-পরিজনসহ নিজ নিজ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে হবে। এই সময়কালে সমাজ মাধ্যমে বেলাগাম তথ্যের ভিড়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য চাপা পড়ে যাওয়ার লক্ষণ স্পষ্ট। এ উদ্দেশ্যে ‘বিকশিত দেশে’ ‘এগিয়ে (থাকা) রাজ্যে’-র কিছু তথ্য এখানে সন্নিবিষ্ট করা হলঃ-

পঞ্চম জাতীয় পরিবার স্বাস্থ্য সমীক্ষার (২০১৯-২১) তথ্য থেকে দেখা গিয়েছিল, পাঁচ বছরের কম যাদের বয়স, তাদের মধ্যে বয়সের অনুপাতে উচ্চতা কম পঁয়ত্রিশ শতাংশেরও বেশি শিশুর, এবং ওজনের তুলনায় উচ্চতা কম প্রায় কুড়ি শতাংশের। ভারতে শিশুদের একটা বড় অংশ যে এখনও যথাযথ পুষ্টি থেকে বঞ্চিত হচ্ছে অতি-শৈশবেই, সে বিষয়ে সন্দেহের বিশেষ অবকাশ নেই। জার্মানি ও আয়ারল্যান্ডের দু’টি অসরকারি সংস্থা নমুনা সমীক্ষার ভিত্তিতে এই রিপোর্ট প্রকাশ করে। এই রিপোর্ট অনুসারে ক্ষুধা সূচকে ভারতের স্থান ১২৬টি দেশের মধ্যে ১১১। একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র নীচে দেওয়া হ’ল—

Global Hunger Index-2023

Sl No.	Name of Country	Rank
1	Sri Lanka	60
2	Nepal	69
3	Myanmar	72
4	Bangladesh	81
5	Pakistan	102
6	India	111
7	Afghanistan	114

দারিদ্রের মতোই, বেকার তথা বেকারত্বের ধারণাটি দেশের আর্থিক অবস্থার সূচক। সেই কারণে, সরকারের আর্থিক নীতির সাফল্য বা ব্যর্থতা মাপতে বেকার সমস্যার মোকাবিলায় সেই নীতি ও তার প্রয়োগের কার্যকারিতা নিয়ে ভাবতে হয়। পরিসংখ্যান মন্ত্রকের একটি সমীক্ষার প্রতিবেদন অনুযায়ী দেশে স্নাতকদের মধ্যে বেকারত্বের হার ১৩.৪%। দেশের সংসদ ভবনের নিরাপত্তায় অভূতপূর্ব ব্যাঘাত সৃষ্টির পিছনে বেকারত্ব-জনিত ক্ষোভের ভূমিকা একটা আলোচিত বিয়য়। নির্বাচনী প্রচারে বছরে দেশে 'দু'কোটি' হোক আর রাজ্যে 'দশ লক্ষ' কর্মসংস্থানের প্রতিশ্রুতির কী হল, সেই প্রশ্ন আজও রয়ে গেছে। দেশের নাগরিকরা নিজের সামর্থ্য অনুসারে যথাযথ কাজের সুযোগ পাচ্ছেন কি না, সেই কাজের বিনিময়ে সম্মানজনক জীবন যাপনের উপযোগী প্রাপ্য তাঁদের মিলছে কি না, তাঁদের কাজের সুষ্ঠু ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশ আছে কি না, প্রকৃত উন্নয়নের অভিধানে এই প্রশ্নগুলি অপরিহার্য। ১০ শতাংশের বেশি স্নাতক বেকার থাকলে পরিস্থিতি উদ্বেগজনক—এই বহুলপ্রচলিত ধারণার সুবাদেই এ দেশের ১৩.৪ শতাংশ স্নাতক বেকার থাকার সংবাদটি গুরুতর বলে বিবেচিত হয়েছে। সংবাদটি অবশ্যই গুরুতর, কিন্তু তার পরেও প্রশ্ন থেকে যায়। যে স্নাতকরা হিসাবের খাতায় বেকার নন, তাঁরা কী কাজ করছেন? ভারতে অগণন স্নাতক (এবং অ-স্নাতকও) যথাযথ কাজ না পেয়ে যা পেয়েছেন সেটাই করতে বাধ্য হচ্ছেন। তাঁরা ১৩.৪ শতাংশের মধ্যে নেই বলেই আর কোনও ভাবনা নেই? কর্মসংস্থান নিয়ে যদি সত্যিই ভাবতে হয়, তা হলে প্রকৃত সর্বজনীন উন্নয়নের সামগ্রিক পরিপ্রেক্ষিতেই তা ভাবতে হবে। কর্মসংস্থান কত কোটি আর বেকারত্ব কত শতাংশ, সেই পাটিগণিতে কর্মপ্রার্থী নাগরিকদের সংখ্যা বা অনুপাত হিসাবে না দেখে তাঁদের দেখা দরকার উন্নয়নের যথার্থ অংশীদার হিসাবে, তাঁদের কাজ সেই অংশীদারির প্রকরণ।

সুপ্রিম কোর্টের নিদেশে ২০১৯-এর এপ্রিল থেকে ২০২৪-এর জানুয়ারির মধ্যে কারা রাজনৈতিক দলকে কত চাঁদা দিয়েছে, আর কোন দল কবে কত টাকা চাঁদা পেয়েছে, স্টেট ব্যাঙ্কের দেওয়া সেই তথ্য প্রকাশ্যে এসেছে। সুপ্রিম কোর্টের এই রায় একটি মাইল ফলক, কেননা বিচারপতিরা শুধু নির্বাচনী বন্ডটিকে অসাংবিধানিক আখ্যা দিয়েই দায় সারেননি, পাশাপাশি এর সঙ্গে জুড়ে থাকা সব ক'টি আইনের পরিবর্তনগুলিকেও অসাংবিধানিক বলেছেন। ২০১৮-র মার্চ মাসে নির্বাচনী বন্ড চালু হয় যেখানে রাজনৈতিক দলকে কারা কোটি কোটি টাকা চাঁদা দিচ্ছে, তা গোপন রাখার ব্যবস্থা চালু হয়। নির্বাচন কমিশনের প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, ২০১৮ সলের মার্চ থেকে ২০২৪-এর জানুয়ারি মাসের মধ্যে বিভিন্ন কর্পোরেট সংস্থা পরিচয় গোপন রেখে নির্বাচনী বন্ডের

মাধ্যমে রাজনৈতিক দলগলিকে মোট ১৬,৫১৮ কোটি টাকা চাঁদা দিয়েছিল। নির্বাচনী বন্ডে কে চাঁদা দিচ্ছে, আইনে সেই তথ্য গোপন রাখার ব্যবস্থা রয়েছে বলে অজুহাত খাড়া করা হয়েছিল বলে খবরে প্রকাশ। যে সব রাজনৈতিক দল নির্বাচনী বন্ডের মাধ্যমে চাঁদা পেয়েছে, তাদের কারা চাঁদা দিয়েছে, সেই নাম প্রকাশ্যে আনার বিষয়ে যথারীতি টালবাহানা স্পষ্ট। এখন যে প্রশ্নগুলো উঠে আসছে তারমধ্যে রয়েছে এক, চাঁদা নিয়ে কাজের বরাত দেওয়া, দুই, কেন্দ্র তথা রাজ্য তদন্তকারি সংস্থা দ্বারা হয়রানি, ভয় দেখিয়ে চাঁদার নামে তোলা আদায় করা, তিন, বরাত দিয়ে চাঁদার নামে ঘুষ নেওয়া, চার, ভুয়ো সংস্থা, ভুঁইফোড় সংস্থার মাধ্যমে চাঁদা দেওয়া ইত্যাদি।

পশ্চিমবঙ্গ সহ দেশের বিভিন্ন রাজ্যে অন্যান্য রাজ্যে বিদ্যুতের চাহিদা ক্রমবর্ধমান। মূলত সরকারি নীতি ও ব্যবস্থাপনা, উৎপাদন এবং বণ্টনকারী সংস্থাগুলোর ভূমিকা এক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। দেশের বিভিন্ন রাজ্যে ইউনিট প্রতি বিদ্যুতের মূল্যের তালিকা এখানে দিলাম—

Sl No.	State	Price (Rs.)/Unit
1	Assam	5.45
2	Uttar Pradesh	4.90
3	Arunachal Pradesh	4.00
4	Maharashtra	4.25
5	Kerala	3.15
6	Gujarat	3.20
7	Tamilnadu	1.50
8	Bihar	3.17
9	Jharkhand	1.75
10	West Bengal	7.00

সরকারী কর্মচারি হিসাবে Dearness Allowance (DA)-এর অধিকারকেই আজ চ্যালেঞ্জ জানানো হচ্ছে। কর্মপরিসরে গণতান্ত্রিক পরিবেশ বিলীন। কর্মচারী হিসাবে অর্জিত অধিকার রক্ষার সঙ্গে অনর্জিত অধিকার আদায়ের দর-কষাকষির ক্ষেত্রকেই নস্যাৎ করা হচ্ছে। সাধারণ মানুষের পরিষেবা দানের অপ্রতুল ব্যবস্থাকে আড়াল করে সীমাবদ্ধতা, অনৈতিকতাকে ঢাকতে সাধারণ মানুষের অধিকারের সঙ্গে সুকৌশলে লড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে কর্মচারির আর্থিক দাবিদাওয়াকে, scapegoat করা হচ্ছে কর্মচারীদের। কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীরা এবং রাজ্যের বাইরে কর্মরত রাজ্য সরকারীরা যে হারে মহার্ঘ্যভাতা পান আমরা তা থেকে অসম্মানিতরূপে বঞ্চিত। Dearness Allowance প্রাপ্তির নিরিখে এপ্রিল ২০২৪ পর্যন্ত একটা তুলনামূলক চিত্র আপনাদের জন্য দেওয়া হলো—

Dearness Allowance (DA)

Sl No.	State	%
1	Bihar	34
2	Odisha	38
3	Tripuar	20
4	Assam	34
5	Jharkhand	38
6	Chhattisgarh	33
7	West Bengal	10

এর সঙ্গে রয়েছে পরিচিতি সত্ত্বাজনিত রাজনীতির ফাঁদ যা বাইনারি তৈরির মধ্যে দিয়ে বেতনজীবি মানুষ থেকে শুরু করে কৃষিজীবী, সংগঠিত এবং অসংগঠিত শ্রমিক, পরিষেবাক্ষেত্রে থাকা মানুষকে নিজের নাগরিক অধিকারের দাবি নিয়ে ঐক্যবদ্ধ হতে দিচ্ছে না।

কর্মচারি হিসাবে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে যে দাবি উঠুক না কেন তার প্রাপ্তি নির্ভর করে রাজনৈতিক সদিচ্ছার ওপরে। যত বেশি সংখ্যক মানুষ আপনার দাবির সমর্থক হবেন তত আপনার লড়াই জোড়দার হবে প্রকারান্তরে সাধারণ মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার, সুশাসন, কর্মসংস্থান, বেলাগাম মুল্যবৃদ্ধি ইস্যুতে আপনি ও আপনার পরিবার পরিজন বন্ধু-বান্ধব যত স্পষ্টভাবে মতদান করবেন ততই সার্বিকভাবে আপনার রাজনৈতিক তথা শাসনতন্ত্রের ইকোসিস্টেম আপনার সহায়ক হবে। কোন্ রাজনৈতিক মনোভাবাপন্ন মানুষদের আপনি আগামীদিনে শাসকের ভূমিকায় দেখতে চান সেটা নির্ধারণ করার দায় আপনার। ভাবুন। ভালো করে ভেবে দেখুন। বলিষ্ঠ সিদ্ধান্ত নিন। নিজের স্বার্থে,পরিবার পরিজন বন্ধু-বান্ধবদের স্বার্থে, ভবিষ্যত প্রজন্মের স্বার্থে।

সার্ভিস গঠনোত্তর পরিস্থিতি ও করণীয়

কৃশানু দেব

বিভাগীয় সার্ভিস প্রসঙ্গে ইতোমধ্যেই আমরা বহু আলোচনা করেছি। বিগত 'আলো' পত্রিকায় এ বিষয়ে বিশদ আলোচনা আছে। গত ০৮/০৩/২৪ তারিখে 'Youtube' live-এ পুনরায় আলোচনা করেছি। তথাপি এ বিষয়ে আরো বিশদে এবং বারংবার আলোচনার প্রয়োজন আছে। সংগঠনের অভ্যন্তরে সদস্য বন্ধুদের আমাদের বক্তব্য ও দাবীসনদ প্রসঙ্গে যথার্থভাবে অবহিত করাতে হবে। কোথাও যেন কোনো ধোঁয়াশা না থাকে। একইসঙ্গে ক্যাডারের সমস্ত মানুষদের কাছেও আমাদের পৌঁছতে হবে। আমাদের দাবীসনদের যৌক্তিকতা প্রতিষ্ঠিত করার সর্বতো প্রচেষ্টা জারী রাখতে হবে। যত বেশি সংখ্যক ক্যাডারকে এই দাবীসনদের সঙ্গে ঐক্যমতে আনা যাবে আগামীতে এই দাবী আদায়ের লড়াইতে তাদের আমরা সঙ্গে পাবো। বর্তমান বাস্তবতায় এটাই প্রাথমিক কাজ। সম্ভাব্য সমস্ত প্রচারের হাতিয়ারকে একাজে ব্যবহার করতে হবে। সেই কারণেই এই লেখার অবতারণা।

সার্ভিস গঠনোত্তর পরিস্থিতিতে বর্তমানে সমগ্র ক্যাডার তিনটি ভাগে অবস্থান করছেন। WBLRS এ অন্তর্ভূক্ত যাঁরা হয়েছেন, SRO-II এবং R.O.-II, SRO-II দের মধ্যে একাংশ আবার WBCS (Exe.) যাওয়ার জন্য Willingress দিয়েছেন।

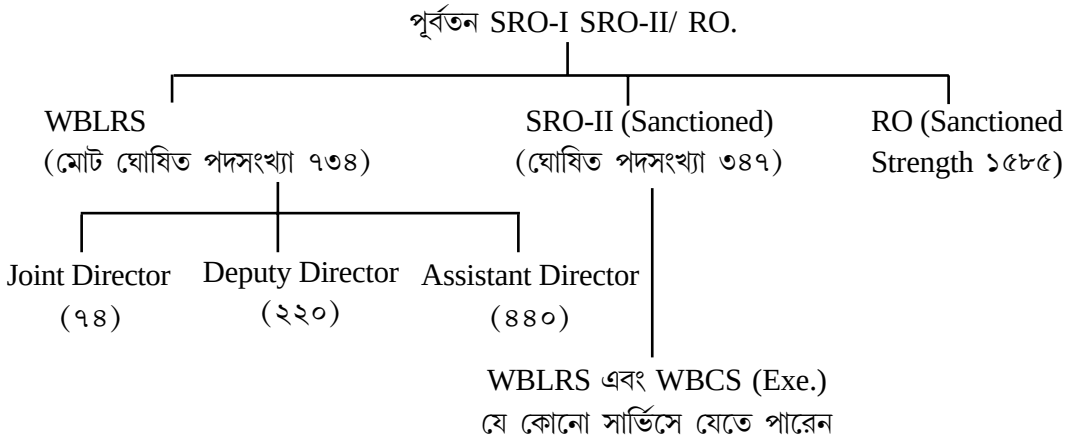

বাস্তবে WBLRS-এ ৭৩৪ পদসংখ্যা এখনও সম্পূর্ণ পূরণ হয়নি। মূলতঃ cligibility criteria fulfill না হওয়ার কারণে SRO-II-র ঘোষিত পদসংখ্যা ৩৪৭ হলেও বর্তমানে প্রায় ৩২৫ জন কর্মরত আছেন। তারমধ্যে প্রায় ৯০ জন WBCS(Exe.)-এ যাওয়ার জন্য Willingness দিয়েছেন। SRO-II পদে শূন্যতার মূল কারণ R.O. থেকে SRO-II প্রমোশন না হওয়া। বিগতপ্রায় দুই বছর R.O থেকে SRO-II প্রমোশন হয়নি মূলতঃ বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের উদাসীনতার কারণে। এই মুহূর্তে প্রায় ৩০ জন SRO-II, Assistant Director হতে পারেন এবং WBCS (Exe.)-এর promotion-এর জন্যও প্রায় ৪৪ জন SRO-II এর আদেশনামা প্রকাশিত হতে পারে। স্বাভাবিকভাবেই এই বিষয়ে তৎপরতা দেখালে প্রায় একশতজন R.O-কে SRO-II পদে প্রমোশন দেওয়া সম্ভব। অথচ প্রমোশন হলেই একটি increment এর সুযোগ R.O. রা পাবেন যা উপেক্ষিত হওয়ার ফলে তাঁরা প্রত্যক্ষভাবে আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছেন।

সার্ভিস গঠন হওয়ার মধ্য দিয়ে আমাদের ক্যাডারের ১৮ নং স্কেল (বর্তমান লেভেল ১৯)-এ যাওয়ার সুযোগ তৈরী হয়েছে যা ইতিবাচক। কিন্তু সমস্ত SRO-II কে সার্ভিসে অন্তর্ভুক্ত না করার মধ্য দিয়ে সার্ভিসের পদসংখ্যা কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। ফলতঃ সর্বাপেক্ষা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন R.O.-রা। কেউ কেউ বলার চেষ্টা করছেন যে সার্ভিস গঠনের মধ্য দিয়ে R.O.দের লাভ বা ক্ষতি কিছুই হয়নি! তাহলে সার্ভিস গঠনের প্রচেষ্টা R.O.-দের ভবিষ্যৎ আরো উজ্জ্বল করার ভাবনাকে বাদ দিয়েই করা হয়েছিল? আমরা যাঁরা সিনিয়র এবং সংগঠনগুলির নেতৃত্বস্থানীয় তাঁরা কি নিজেদের পাওনা গন্ডার হিসাব নিয়েই মশগুল ছিলাম? নাকি 'আমরা ২০/২৫ বছর ধরে লড়াই করে এটা অর্জন করেছি, তোমরাও (R.O.) লড়ো তারপর ভেবো'—এই বক্তব্য একান্তে বলে বেড়াচ্ছি! প্রশ্নগুলো কিন্তু উঠছে এবং সঙ্গতভাবেই উঠছে। কারা কি ভাবছেন জানিনা, কিন্তু আমদের এই প্রশ্নগুলো প্রতিনিয়ত কুরে কুরে খাচ্ছে। একটি খণ্ডিত, অসম্পূর্ণ সার্ভিস আমারে উপর চাপিয়ে দেওয়া হলো। এমনকি সার্ভিসে অন্তর্ভুক্ত বৃহদাংশ ক্যাডারের আর্থিক ক্ষতি হলো 'absorption' কথাটির মধ্য দিয়ে। ১৬ বছর বা ২৫ বছরের (বর্তমানে ১৫ এবং ২৪) MCAS এর সুবিধার মধ্য দিয়ে একটি increment পাওয়ার সুযোগ হাতছাড়া হল। বদলে ৩০০/৪০০ টাকা দিয়ে higher scale-এ fitment হল। কারো কারো same scale-এ fitment এর ফলে কোনোরকম বেতনবৃদ্ধি হলো না। 'সবকা সাথ সবকা বিকাশ' হলো না। 'আচ্ছে দিন আনেওয়ালা হ্যায়'—এই বক্তব্য যারা বলছেন তাদের ভরসায় কি হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকবেন?

না, আমরা অন্তত গড্ডলিকা প্রবাহে গা ভাসাতে পারিনি। তাই ৩রা জুন, ২০২৩ Extended General Meeting (EGM) অনুষ্ঠিত হয় মৌলালি যুবকেন্দ্রে। সংগঠনের ৩৬ বছরের ইতিহাসে প্রথমবার। তিন শতাধিক সদস্যবন্ধুদের উপস্থিতিতে নয়া দাবীসনদ গ্রহণ। মূল লক্ষ্য R.O.-দের ১৫ স্কেল ও সার্ভিসের পদসংখ্যা বৃদ্ধি এবং এর মধ্য দিয়ে R.O. দের upward mobility/movement কে বৃদ্ধি করা। গৃহীত দাবীসনদের মূল কাঠামো—

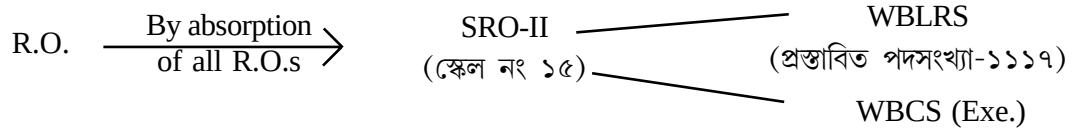

অর্থাৎ সমস্ত R.O. দের absorption এর মধ্য দিয়ে SRO-II পদে merger এবং স্বভাবিকভাবেই সকল R.O. দের ১৫নং স্কেল প্রাপ্তি। R.O পদের অবলুপ্তি। WBCS এর 'C' গ্রুপ থেকে SRO-II পদে recruitment। SRO-II থেকে WBLRS অথবা WBCS (Exe.) এ feeder হিসাবে প্রমোশন। Feeder rule পরিবর্তন করার কোনো প্রয়োজন থাকবে না।

WBCS এর 'C' গ্রুপের সর্বোচ্চ বেতনক্রমের দাবী ঐ গ্রুপের অন্যান্য কাডারদের থাকবে এটা নিশ্চিত করেই বলা যায়। আবার Feeder rule পরিবর্তন করতে গেলে আরো কোনো ক্যাডার নতুন করে WBCS (Exe) এর feeder হতে চাইতে পারে। মাথায় রাখতে হবে ইতিমধ্যে Jt. BDO-রা WBCS (Exe.)-এ একশ শতাংশ feeder হওয়ার দাবী জানিয়েছে। তাদের যুক্তি —(১) প্রধান feeder SRO-II এর Sanctioned Strength মাত্র ৩৪৭, যেখানে তাঁদের Sanctioned Strength ৭৫০, (২) একই ক্যাডার অর্থাৎ SRO-II

(মাত্র ৩৪৭) WBLRS ও WBCS (Exe.) অর্থাৎ দুটি সার্ভিসের feeder কিভাবে হবে? তাহলে R.O. দের ১৫নং স্কেল ও WBCS (Exe.)-এর feeder করা এই দাবী অর্জন করার ক্ষেত্রে অনেকগুলি ক্যাডার বা ফ্রন্টে লড়াই করতে হবে। কিন্তু উপরে উল্লেখিত দাবী অর্জন করার ক্ষেত্রে অন্য কোনো ক্যাডারের সঙ্গেই নতুন করে লড়াই করতে হচ্ছে না। তাহলে আমরা একাধিক ফ্রন্টে লড়াই করার প্রস্তুতি নেব নাকি একটিমাত্র দাবী আদায়ের মধ্য দিয়ে (অর্থাৎ R.O. দের en block SRO-II তে absorption) R.O. দের সমস্ত দাবীপূরণ করার চেষ্টা করব। আপনাদের যুক্তিবোধ দিয়ে বিচার করবেন এই আশা রাখি।

কেউ কেউ বলছেন যতদিন পর্যন্ত না left out SRO-II রা WBLRS-এ absorbed হয়ে যাচ্ছেন ততদিন R.O. দের SRO-II প্রমোশন দেওয়ার প্রয়োজন নেই। তাহলে একসময় গিয়ে (আনুমানিক ২০৩০-৩১ সাল) SRO-II পদের অবলুপ্তি ঘটবে। তখন R.O.রা সরাসরি WBCS (exe)-এর feeder হয়ে যাবেন! R.O. বন্ধুদের অনেকে নাকি এই তত্ত্ব বিশ্বাস করতে শুরু করেছেন। আগুপিছু না ভেবে রঙিন মোড়কে দেওয়া বিষ এই প্রজন্মের শিক্ষিত ভাইবোনেরা গলাধঃকরণ করবেন বলে আমার বিশ্বাস হয় না। তবুও সাবধানের মার নেই। আমরা ঘরপোড়া। একসময় যখন R.O. দের স্কেল ১০ নং ছিল তখন তাদের ১৬নং স্কেল নিয়ে 'one tier one service' চালু করার দাবী করেছিল একটি সংগঠন। অত্যন্ত লোভনীয় এই দাবী নিয়ে ক্যাডারকে মরীচিকার পিছনে ধাবিত করেছিল তিন দশক। পরে যখন R.O. দের স্কেল ১৪নং হল তখন তাঁরা বিস্ময়কর ভাবে ঐ দাবী ছেড়ে দিয়ে সার্ভিস সম্পর্কে আমাদের দাবীর সঙ্গে সহমত হয়ে ৬ষ্ঠ বেতন কমিশনে মেমোরান্ডাম জমা দিলেন। কোন্ উদ্দেশ্যে এত বছর ধরে একটা ক্যাডারকে ভুল বুঝিয়ে রাখা হয়েছিল তার জবাব আপনাদের চাইতে হবে।

আজ আবার অন্য মোড়কে R.O. দের প্রলোভন দেওয়া হচ্ছে। ২০১৪ সালে যারা R.O. হিসাবে Join করেছেন তাদের একটা অংশ ১০ বছর হয়ে গেলেও SRO-II প্রমোশন পাননি। তাঁরা আরো ৬/৭ বছর অপেক্ষা করবেন? তারপর WBCS (Exe.)-এ feeder হিসাবে প্রমোশন পাবেন? আচ্ছা, এই feeder rule change করার দায়িত্ব কে নিচ্ছেন? বিষয়টা কি খুব সহজ হবে? feeder এর কোটার কি হবে? প্রসঙ্গত বলি যে ইতোমধ্যেই স্বাক্ষরবিহীন একটি নোট ভাইরাল হয়েছিল যেখানে WBCS (Exe)-এ feeder হিসাবে আমাদের feeder quota ৫৩% শতাংশ থেকে কমিয়ে ৩০% করার কথা বলা হয়েছিল। তাই বলি গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল দেবেন না। R.O. দের en block SRO-II তে absorption হলে একইভাবে আজকের R.O.-রা SRO-II হিসাবে WBCS (Exe.) এর feeder হতে পারবেন।

আর সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ হল R.O-র যদি SRO-II হিসাবে promotion পান তাহলে একটি increment দিয়ে fixation হবে। গত প্রায় দুবছরে কোনো প্রমোশন হয়নি। সঠিক সময়ে প্রমোশন হলে একটি increment-এর ক্ষতি হতো না। সেখানে আরো ৬/৭ বছর প্রমোশন না নিয়ে R.O. অবস্থায় থাকলে বছর বছর কতো টাকা ক্ষতি হচ্ছে একবার ভাববেন। বিগত এক দশকের সীমাহীন ডি.এ. বঞ্চনার সঙ্গে সঠিক সময়ে প্রমোশন না হওয়ার জন্য আর্থিক ক্ষতি 'গোদের উপর বিষফোঁড়ার' মতই।

সার্ভিস গঠনের মধ্য দিয়ে গোটা ক্যাডারের মধ্যে একটা বিভাজন বা বিচ্ছিন্নতা তৈরী হওয়ার আশংকা সৃষ্টি হয়েছে। একদিকে সার্ভিসভুক্ত কিছু মানুষ অন্যদিকে leftout SRO-II। আর সবথেকে বঞ্চিত বৃহত্তম ক্যাডার

R.O.-রা। জানেন এর আগে R.O.-দের স্কেল প্রাপ্তির দাবীকে সামনে রেখে শুধু R.O. দের জন্য একটি সমিতি তৈরী হয়েছিল—শ্লোগান ছিল SRO-I ও SRO-II রা R.O. দের শত্রু। আবার বছর দশেক বাদে ক্রমান্বয়ে শত্রুরা বন্ধুতে পরিবর্তিত হওয়ার মধ্য দিয়ে সব এক হয়ে গেল! কিন্তু মাঝের দশটা বছর যে বিদ্বেষের বীজ বোনা হল তার ফল তো গোটা ক্যাডারকে গিলতে হল। এর দায় কে নেবে? আবার কি অলক্ষ্যে কেউ সলতে পাকাচ্ছে? আজ যিনি সার্ভিসে অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন তিনি সিনিয়র R.O. বইতো অন্য কেউ নন—এটা যেন আমরা ভুলে না যাই। তাই সমগ্র ক্যাডার ঐক্যকে কোনোভাবেই ভাঙতে দেবেন না। আপনার পরিচিতি সত্ত্বাকে হাতিয়ার করে ক্যাডারকে টুকরো করার প্রচেষ্টা আগেও ছিল, ভবিষ্যতেও থাকবে। কিন্তু আপনাদের সচেতনতা, যুক্তিবোধের উপর আমরা আস্থাশীল। বিশ্বাস করি ভ্রাতৃত্ববোধ উন্নীত হয়ে ঐক্যবদ্ধভাবেই আমরা নিজেদের সমস্যা সমাধানের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারবো।

পরিশেষে বলি যে আর্থ সামাজিক পরিস্থিতিতে আমরা আছি তা অত্যন্ত উদ্বেগজনক। জাত-পাত, ধর্ম-বর্ণকে হাতিয়ার করে মানুষে মানুষে বিভেদ তৈরীর চেষ্টা চলছে। ইতিহাসের বিকৃতি, সত্যের বিনির্মাণ এর মধ্য দিয়ে ঠিক বেঠিককে গুলিয়ে দেওয়া হচ্ছে। ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গা, বিদ্বেষ আমাদের পীড়া দিচ্ছে। দুর্নীতির ব্যাপক বিস্তার আমাদের আহত করছে। বড় অস্থির এ সময়। সংগঠনের নীতি আদর্শকে পাথেয় করে শক্ত হাতে হাল ধরে এই তরঙ্গ পার হতে হবে। পরিস্থিতির পরিবর্তন ছাড়া অন্য কোনো পথ নেই।

আসুন, আমরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে অতীত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে আগামীদিনে পরিস্থিতির পরিবর্তনের লক্ষ্যে আশুকরণীয় নির্ধারণ করি।

BLLRO জবাব দাও!

মন্দিরা সেন

সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গে BLLRO এবং তার দপ্তরকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক মন্তব্যে বা সামাজিক মাধ্যমে ব্যাপকভাবে জনমানসে ক্ষোভ সংগঠিত করা হচ্ছে।

জমির রেকর্ড প্রস্তুতি এবং রক্ষণাবেক্ষনের দায়িত্বে যেহেতু BLLRO র উপর ন্যস্ত, তাই খুব স্বাভাবিকভাবেই মানুষের রেকর্ড সম্পর্কিত ক্ষোভ বঞ্চনাকে BLLRO-র বিরুদ্ধেই নিশানা করা হয়। একথা একবারও বলা হয়নি যে সব BLLRO অফিসগুলিতে সব ঠিকঠাক চলছে। কিন্তু বলার কথা যে এমন সব বিষয় নিয়ে, ক্ষোভ তৈরী করা হচ্ছে, যা আইনসিদ্ধ বা যে বিষয় Bllro র ক্ষমতার বাইরে। অথচ ধারণা করানো হচ্ছে BLLRO সব পারে। কিন্তু, ইচ্ছে করে করছে না। BLLRO হল একমাত্র 'কেষ্টা' যাকে যা খুশি তাই বলা যায়। সবাই খড়্গহস্ত যে রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধ হচ্ছে কেন BLLRO জবাব দাও(!) না বলে বসে।

এই অবস্থার অভিজ্ঞতা যাঁরা BLLRO হয়েছেন তৎসহ সমগ্র ভূমিদপ্তরের আধিকারিকরা হাড়ে হাড়ে মালুম পেয়েছেন। কিন্তু অবস্থাটা এরকম হল কেন? এর থেকে পরিত্রাণের উপায় কী?

আক্রোশের ভিত্তি

মূলত ব্যক্তিমালিকানাধীন জমির উপর স্বাধ ও ইচ্ছেমতো রেকর্ড করনোর ব্যর্থতার থেকে এই আক্রোশ জন্ম নেয়। এছাড়াও দীর্ঘসূত্রতা, কনভারসন না পাওয়া, বর্গারেকর্ড থেকে উচ্ছেদ করতে না পারা, জমিতে বর্গারেকর্ড হয়ে যাওয়া, জমির ভুলভাল দলিল রেকর্ড করতে না পারা, উত্তরসূরি হিসাবে ইচ্ছা থাকালও বোনেদের নামবাদ দিয়ে ওয়ারিশ হিসাবে রেকর্ড করা, ইটভাটার সঠিক মাপ করা, বালি মোরাম বোল্ডার পাচার রোখার চেষ্টা এবং সব থেকে বড় অপরাধ হল উদ্বৃত্ত জমি Vest করা। এ তালিকা শেষ করা যাবে না।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, আমার এক বন্ধু মালদা জেলাতে একজন বৃদ্ধার জমি vest করেছিল বলে বৃদ্ধ তাকে নির্বংশ হওয়ার অভিযোগ করেছিল। ভাগ্য সে অভিশাপ কাজে লাগেনি। কলকাতার ক্ষেত্রে আরও মজা। এখানে মানুষের ধারণা KMC কে Tax দেই, খাজনা কেন দেবো? BLLRO mutation করতে হবে কেন? আমিতো KMC তে mutation করিয়েছি—এরকম নিত্যকার প্রশ্ন।

এই বিষয়গুলো নিয়েই ভদ্র বা অভদ্রভাবে এক বা সমবেত ভাবে BLLRO র উপর চড়াও হয়। এর সুপারিশ, তার অনুরোধ, এর কান্না তার ঘেন্না—এই নিয়েই BLLRO র প্রাণ ওষ্ঠাগত।

আইন থাকুক আইনের মত

দলিল দখল দাখিলা চুলোয় যাক। আইন থাকুক আইনের মত, রেকর্ড হবে আমার মত অনুসারে। হলে Bllro তুমি ভগবান—না হলে শয়তান।

কোথাও vested জমির গাছ কেটে সাফ করে দিচ্চে, কোথাও জল ঢুকিয়ে দিচ্ছে, কোথাও জল বার করে পুকুরকে ডাঙা করে নিচ্ছে, কোথাও পাট্টা কেড়ে নিচ্ছে, দেখবে কে? BLLRO আবার কে?

ইংরাজীতে একটা কথা আছে 'Buck stops here'। সবাই দায়িত্ব এড়িয়ে কেবল BLLRO কে সব কিছুর দায়িত্ব বহন করতে হবে। RO/BLLRO যেহেতু quasi-judicial ক্ষমতা আছে তাই যাবতীয় দায়িত্ব তার।

Registry দপ্তরে ভুল বা ভুয়া দলিল, পঞ্চায়েত বা কাউন্সিলের ভুয়া শংসাপত্র, সবকিছুর দায় BLLRO-র। আজ পর্যন্ত কেউ শুনেছেন যে এই কারণে Registry অফিস বা পঞ্চায়েত অফিস ঘেরাও হয়েছে? শুনবেন না।

যুক্তির কথা, আইনের কথা শোনালেই ক্ষোভ। দরকার হলে RO/BLLRO কে অফিস থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে মারধোর অসভ্য আচরণ করা চলে। (স্মরণ করুন শ্রী রেজ্জাক পৈলান RO সন্দেশখালি-র উপর নির্মম অত্যাচারের ঘটনা।) [গার্ডেনরীচ এর ঘটনাতেও BLLRO কে ডাইনি খোঁজা হয়েছিল।]

নয়া-উদারবাদ ও ভূমিসংস্কার আইনের সংঘাত

এককালে ভূমিসংস্কার আইন রচনা করা হয়েছিল দেশের ভূমিহীন গরীব চাষীদের কথা মাথায় রেখে। কিন্তু নব-উদারপন্থার যুগে উল্টোমুখে চলার ফলে সবথেকে বেশী আক্রান্ত হয়ে পড়েছে ভূমিসংস্কার আইন। কামেয়ী স্বার্থের পক্ষে এই আইনকে কিছুতেই বরদাস্ত করা যাচ্ছে না। ৭৫ বিঘের সিলিং নিয়েও কিছুতেই সন্তুষ্ঠ হতে পারছে না। কর্পোরেটদের বেনামী জমির পাহাড় জমছে। আক্রমণ আর চাপ আসছে জমির মালিকানার উর্দ্ধসীমা শিথিল করার জন্য। সরকারী ভাবনাও সেই খাতেই বইছে। কেন্দ্রীয় ভাবেই Land monetization এর নীতি গৃহীত হয়েছে। আমাদের রাজ্যেও তার প্রতিফলন ঘটেছে। সরকারী জমি lease hold থেকে freehold করে দিচ্ছে। চা-বাগান বেচে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে। জমিকে সম্পূর্ণ রূপে খোলা বাজারের পণ্য করে তোলা হচ্ছে। যদিও মানুষের পক্ষে এক ছটাক জমি তৈরী করার ক্ষমতা নেই। ঠিক যেমন এক ফোটা রক্ত আজও আমরা তৈরী করতে পারিনা। আজ লাদাখেও ভয়ংকর জমি মাফিয়াদের বিরুদ্ধে লাগাতর অনশন চলছে।

গ্রামীণ বাংলায় আজ বুর্জোয়া কৃষকদের সাথে ভূমিহীন ও ছোট মাঝারি চাষীদের দ্বন্দ্বটাই মুখ্য হয়ে উঠছে।

Anthropocentrism

কেবলমাত্র মানুষের ভোগ্য এ পৃথিবী। আরও কোটি কোটি জীব, জন্তু, প্রাণী গাছপালা, কারও বেঁচে থাকার কোন অধিকার নেই। সম্প্রতি বেঙ্গালুরুতে গ্রীষ্ম পড়তেই জল শুকিয়ে গেছে। কেবল GDP বৃদ্ধি আর মুনাফা বৃদ্ধি হল মানুষের একমাত্র বিবেচ্য। এই মারাত্মক অবস্থা জমির উপর আছড়ে পড়ছে। BLLROদের উপর এই চাপ অবশ্যম্ভাবী।

উদ্বাস্তু আর BLLRO

এছাড়াও আমাদের পশ্চিমবঙ্গে আর এক অভিশাপ হল ১৯৪৭ সালে ভারতের পার্টিশন, যার ফলে উদ্ভূত নিদারুণ সমসা যা সারা বিশ্বের ইতিহাসে অনন্য ও বিরল। ধর্মের ভিত্তিতে দেশটা ভাগ হল। অগুন্তি মানুষ প্রাণহাতে সম্বলহীন ভাবে এপারে চলে এলো। এ মানুষগুলো রিফিউজি থেকে ঘুষপেটিয়া আখ্যায় ভূষিত হয়ে উঠলো।

১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে বর্ণিত এই ভূখণ্ডের সমস্ত ভারতীয়রা দ্বিখণ্ডিত ভারতের নাগরিকত্বর দাবী আজ প্রশ্নের মুখে আজ। এই রাজনৈতিক বা নাগরিকত্বর প্রশ্নতে BLLROর কী ভূমিকা থাকতে পারে?

১৯৪৭ সালের পরে দুর্বার উদ্বাস্তু আন্দোলনের দাবী আদায়ের ফলে রিফিউজি কলোনি গড়ে ওঠে। প্রথম এটি L & LR-dept হাতেই ছিল। পরে এই বিষটি ত্রাণ ও পুনর্বাসন দপ্তরের কাছে হস্তান্তর হয়।

২০০৭ সালের পরে তৎকালীন রাজ্য সরকার এই আন্দোলনের দাবীকে সম্মান জানিয়ে উদ্বাস্তু কলোনিতে

নিঃশর্ত দলিল প্রদান করার সিদ্ধান্ত নেয়। যার ফলে আগেকার Conwrit (Conditional Writ) দলিলগুলো FHTD (Freehold title deed) এ রূপান্তরিত হয়, এবং তার পর থেকে সব দলিল FHTD রূপেই প্রদান করা হচ্ছে। প্রাক্তন DLRS শ্রী সুরেশকুমার IAS, এর একটি অনবদ্য সার্কুলারের মাধ্যমে কীভাবে এই FHTD রেকর্ড করা হবে তা বিশদে জানানো হয়। এখানেই উদ্বাস্তুদের সাথে BLLRO দের যোগসূত্র।

পার্টিশন থেকে উদ্ভুত সমসা কোন সরকারের পক্ষেই সম্পূর্ণভাবে মেটানো সম্ভব নয়। ক্রমশ তা জটিল থেকে জটিলতর হচ্ছে। ইতিমধ্যে নিঃশর্ত নাগরিকত্ব প্রদানের দাবী আন্দোলনও তরান্বিত হচ্ছে। সে অন্য প্রসঙ্গ, তবে BLLRO রা যত তাড়াতাড়ি FHTD গুলো রেকর্ড করে দেয় ততই ভাল। সুতরাং এ বিষয়েও BLLROদের উপরে চাপ বাড়বে।

Gentrification

ভদ্রাসন কথাটার অর্থ কী? মানুষ বসবাস উপলক্ষে বাড়ি করার জমি খুঁজতে গেলে ভদ্রাসন খোঁজে। এমনকি চাণক্য পর্যন্ত বলে গেছেন কোন কোন লক্ষণযুক্ত জমিতে নিজ গৃহ স্থাপন করা উচিত। আসল কথা গরীবগুরবো দুর্বল দরিদ্র মানুষদের হটিয়ে দিয়ে জমি বড়লোকদের হাতে তুলে দেওয়া। এটাই Gentrification বলে। ধরুন ভাবনীপুর থেকে উৎখাত হয়ে গড়িয়া, সেখান থেকে বারুইপুর, সেখান থেকে মথুরাপুর সেখান থেকে কাকদ্বীপ—। ক্রমাগত বলীয়ান মানুষদের দ্বারা দুর্বলদের উৎখাত।

বর্তমানে এই Gentrification সব থেকে বেশী টের পাচ্ছে কলকাতার হাওড়ার ঠিকা প্রজাও তার ভাড়াটিয়ারা। উৎখাত হওয়া যেন বিধির লিখন। ঠিকা প্রজাস্বত্বে কর্মরত আমাদের বন্ধুরা টের পাচ্ছেন Neo-Liberalismএর গুঁতো কাকে বলে।

পরিশিষ্ট

আসন্ন সাধারণ নির্বাচন এই পরিপ্রেক্ষিতেই সম্পন্ন হতে চলেছে। Neo-Liberalism এর চাপে, মানব সর্বস্ব Antropocentrism, land monetization, Gentrification এর সামগ্রিকভাবে ভূমিসংস্কার আইনগুলোকে অবশ করে রেখে বাবর, আকবর, শাহজহান চাণক্যদের খেলা অব্যাহত থাকবে—আর BLLRO দের ক্রমাগত কোণঠাসা করা হবে। মানুষ BLLRO ছাড়া কাউকে চিনতে চায় না। তাই সংগত বা অসংগত ক্ষোভ আছড়ে পড়বে BLLRO দের উপর।

এই নন্দঘোষ হয়ে জীবন যাপন 'বড় সুখের সময় নয়।'

কেন্দ্রীয় কমিটির সভা

বিগত ১৮/১২/২০২৩ তারিখে এবং ৩০/০৩/২০২৪ তারিখে (ভার্চুয়াল মাধ্যমে) কেন্দ্রীয় কমিটির দুটি গুরুত্বপূর্ণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। ক্যাডার স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়গুলি নিয়ে নিয়মিত বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ ও অধিকর্তার সঙ্গে আলোচনা জারি আছে এবং পরিস্থিতি সাপেক্ষে লিখিতভাবে সমিতির অবস্থান স্পষ্ট করা হয়েছে। কিছু ক্ষেত্রে ইতিবাচক ফলাফল পাওয়া গেলেও বেশিরভাগ বিষয়ের নিষ্পত্তি ঘটেনি। ফলতঃ ক্যাডার এর সর্বস্তরে ক্ষোভ তথা অস্থিরতা বিদ্যমান। আমরা তাৎক্ষণিকভাবে বিভিন্ন বিষয়ের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে সদস্যদের অবগত করার চেষ্টা করি। তবুও নানা কারণে communication gap হচ্ছে, যা কাম্য নয়। কেন্দ্র, জেলা ও ইউনিট স্তরের সকল নেতৃত্ব কর্মী সদস্যদের আন্তরিক প্রয়াসের মধ্যে দিয়েই এই বিচ্ছিন্নতা কাটনো সম্ভব। আজকের পরিস্থিতিতে বিভাজন, বিভ্রান্তি, বঞ্চনার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ লড়াই সংগ্রাম করতে গেলে সর্বাগ্রে সংগঠনকে শক্তিশালী করতে হবে। কেন্দ্রীয় কমিটির সভা থেকে এই লক্ষ্যে কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে:—

১) আমাদের ১৮তম (দ্বি-বার্ষিক) রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল ৭-৮ মে ২০২২। কেন্দ্রীয় কমিটির সভায় আগামী ১৯তম রাজ্য সম্মেলন নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয় এবং জেলা নেতৃত্বের মতামত নিয়েই সিদ্ধান্ত হয় যে আগামী লোকসভা নির্বাচনের পরেই আমরা পর্যায়ক্রমে জেলা এবং রাজ্য সম্মেলন সম্পন্ন করব। এই নিরিখে এখন থেকেই জেলায় জেলায় প্রস্তুতি নিতে হবে।

২) বিগত ৩ জুন, ২০২৩ এ কলকাতার মেলালি যুবকেন্দ্রের সংগঠনের 'বিশেষ সাধারণ সভা (Extraordinary General Meeting)' অনুষ্ঠিত হয়। গঠনতন্ত্রে এইরূপ বিধান থাকলেও ১৯৮৭ সালে সংগঠনের জন্মের পর এই প্রথম EGM করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় কেন্দ্রীয় কমিটির সভা থেকে। পরবর্তীতে WBLRS গঠিত হওয়ার পর উদ্ভূত সমস্যাসমূহ থেকে ক্যাডারের মানুষদের বিশেষতঃ RO-দের উত্তরণের পথের সন্ধান ও নতুন দাদিসনদ রচনা করার জন্যই এই সভার আয়োজন। তিনশতাধিক সদস্যবন্ধুদের উপস্থিতিতে নতুন দাবিসনদ গৃহীত হয়। বিগত দিনগুলির মতোই ক্যাডারস্বার্থ রক্ষায় আমরা সর্বাগ্রে এগিয়ে এসেছিলাম। পরবর্তীতে উক্ত দাবিসনদ আমরা বর্ধিত জেলা কমিটির সভাগুলোতে সদস্যদের কাছে পুনরায় উপস্থাপন করেছিলাম যাতে ক্যাডারস্তরে দাবিসচেতনতা গড়ে তোলা যায়। আমাদের মূল উদ্দেশ্য সর্বস্তরের বিভাগীয় ক্যাডার ঐক্য আরও জোরদার করার মধ্য দিয়ে সময়ের সাথে ক্যাডারের দাবি আদায়ের আন্দোলননকে বাস্তবোচিতভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। এই লক্ষ্য নিয়ে আমরা সর্বতোভাবে ক্যাডারের কাছে যাওয়ার প্রয়াস জারি রাখবো এবং ক্যাডারস্বার্থে ন্যায্য দাবি দাওয়ার আন্দোলনকে আরও জোরালো করবো।

৩) WBLRS ভুক্ত আধিকারিক এবং SRO-II দের বদলির আদেশনামা প্রকাশ ও স্থগিতের ফলে ক্যাডারের মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া তৈরী হয়েছে। কর্তৃপক্ষের সঙ্গে একাধিকবার আলোচনা হয়েছে এবং প্রাপ্ত সংবাদ

আপনাদের জানানো হয়েছে। কিন্তু এ বিষয়ে জটিলতা বিদ্যমান। সংগঠন পরিস্থিতির উপর নজর রাখছে।

৪) বিগত ২০২৩ সালের সদস্যপদ পুনর্নবীকরণের পূর্ণাঙ্গ তালিকা ও এই খাতে প্রাপ্ত অর্থ আগামী মে, ২০২৪-এর মধ্যে কেন্দ্রীয় দপ্তরে পাঠাতে হবে।

৫) ২০২৪ সালের সস্যপদ পুনর্নবীকণের কাজে আগামী এপ্রিল, ২০২৪-এর মধ্যে শেষ করতে হবে।

৬) SRO-II থেকে WBCS (Exe) পদে এবং RO থেকে SRO-II পদে প্রমোশনের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে যে দাবি পেশ করা হয়েছে তা নিয়ে অনুগামীদের সাথে কথা বলতে হবে।

৭) সম্প্রতি WBCS (Exe) পরীক্ষারমধ্যে দিয়ে এবং RI পদ থেকে পদন্নোতির মধ্যে দিয়ে RO পদে যে সকল মানুষ আমাদের ক্যাডার স্তরে যোগদান করেছেন তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করে সহযোগিতার মাধ্যমে সমিতির অনুগামী করার উদ্যোগ নিতে হবে।

৮) সামগ্রিক পরিস্থিতি সম্যকভাবে অনুগামীদের কাছে তুলে ধরার জন্য বর্ধিত জেলা কমিটির সভা করতে হবে। শারীরিকভাবে উপস্থিত থেকে সম্ভব না হলে ভার্চুয়াল মাধ্যমে তা সম্পন্ন করতে হবে।

সামগ্রিক পরিস্থিতি অত্যন্ত প্রতিকূল। সংবিধানের মর্মবস্তু আক্রান্ত। বিভাজনের শক্তি সক্রিয়। গণতান্ত্রিক পরিসর সংকুচিত। সংগঠিত হওয়ার অধিকার প্রশ্নের সম্মুখীন। পরিস্থিতির ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটানোর লক্ষ্যে আমাদের আরো বেশী ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে ন্যস্ত প্রশাসনিক দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে হবে এবং পরিবার পরিজনসহ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করতে হবে। কেন্দ্রীয় কমিটির সভা থেকে এই মর্মে আহ্বান জানানো হয়েছে।

সমিতিগত তৎপরতা

○ **WBLRS** গঠনোত্তর পর্বে সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের পোস্টিং বদলি এবং তজ্জনিত বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা দূর করতে সমিতির পক্ষ থেকে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবসহ কর্তৃপক্ষ সমীপে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের দাবীতে বিভিন্ন সময়ে যে-সব দাবীপত্র পেশ করা হয়েছে, সকলের জ্ঞাতার্থে তা নীচে মুদ্রিত করা হল:-

Memo No. -24/ALLO / 2023 Date : 06.12.2023

To,
The Secretary
&
Land Reforms Commissioner, West Bengal
Land & Land Reforms & Relief & Rehabilitation Department
NABANNA, Howrah-711102.

Subject: Transfer & Posting of Joint Directors, Deputy Directors. Assistant Directors and Special Revenue Officers-IIs in L & L.R and R.R. & R Deptt.

Respected Madam,

Learning from reliable source that after publication of the notification for absorption of the erstwhile SRO-Is and SRO-IIs, the department is about to consider and finalize the positing/ shuffling of the Officers mentioned above in ISU and other wings.

The matter has become complicated due to shortfall of offers in the rank of Joint Director Dy. Director and Asst. Director levels.

However, as the matter is on the anvil, please consider the attached proposal on behalf of our beloved association, which has been prepared with due consideration and compassion, as where it is necessary.

The mater may kindly be considered as extremely urgent.

With regards.

Yours sincerely,
Krishnanu Deb
General Secretary

Memo No. -01/ALLO / 2024 Date : 07.02.2024

To,
The Secretary
&
Land Reforms Commissioner, West Bengal
Land & Land Reforms & Relief & Rehabilitation Department
NABANNA, Howrah-711102.

Sub: Filling of vacancies and subsequent posting in respect of posts in WBLR Service and in the Post of SRO-II

Respected Madam,

With grave concem, I, on behalf of our association, would like to invites your kind attention to the following facts-

1. Since the inception of the WBLR service comprised with the cadre of Joint Director. Deputy Director and Assistant Director, though you good office have taken initiative to fill the residual vacancies, as on date a good number of vacancies in the post of Joint Director, Deputy Director and Assistant Director are still lying vacant which certainly affects the citizen centries services provides by us.

2. Very recently, in order to maneuver the posts of Deputy Director, Assistant Director and SRO-IIs of the department, two successive transfer orders vide No. 76-Estt./1E/2024 & No. 77-Estt./1E-01/2024 dated 05.01.2024 have been published from your good office accordingly. Surprisingly, to our utter disma, we have seen that both the orders have been kept in abeyance vide your good office No. 104-Estt./1E-01 2024 dated 08.01.2024 and till date we have no information as to the fate of those two ardors.

Now, it is a well known fact that the General Elections to the Lok Sabha is knocking at the door and we are apprehending that the poor officers who are anxiously awaiting to get much coveted transfer to their home zones or nearer to in this respect, may fall victim to the situation.

3. Further, the preparation and publication of Cadre-Schedule as the backhome of the WBLR Service is still in dark.

4. This is very much pertinent to mention here that since the Notification vide No. 2001-Apptt/1E-08 2017 dated 22/07/2022, no further order of promotion from the post of Revenue Officer to the post of SRO-II has been published by the department inspite of having substantial number of vacancies in the post of SRO-II. Thus, on behalf of our association, I would like to humbly reiterate once again that a sizeable number of vacancy still remains in the post of SRI-II which can be filled by the promotion from the post of RO (WBSLRS Gr-1). This will not only fulfill the aspiration of the officers of the cadre of RO (WBSLRS Gr-I) but also result in creation of berth fro upward movement of the cadres belong to RI and other adders, consequently. It goes without saying that the compound effect of such inaction jeopardizes the career prospect of the feeder cadres along with financial loss in recurrence.

I, therefore, would like to earnestly request your kind-self to take appropriate measures so that all the concerned Officers under you disposal may not be devoid of justice and fall prey to the force of circumstance.

With regards.

Yours sincerely,
Krishnanu Deb
General Secretary

○ **SAR–প্রদান সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় সংস্কার-সাধন করার দাবী জানিয়ে কর্তৃপক্ষ সমীপে নিম্নলিখিত দাবী জানানো হয়েছে:—**

Memo No.03/ALLO/2024 Date: 12.03.2024

To,

The Additional Chief Secretary &
Land Reforms Commissioner, West Bengal
Land & Land Reforms & Refugee Relief & Rehabilitation Department
NABANNA,
Howrah-711102.

Sub: 'Hierarchy' for Self-Appraisal Report (SAR) of officers belonging to the cadre of WBLRS.

Respected Sir,

With due respect, I, on behalf of our association would like to reiterate here that since the constitution of WBLR Service for the officers of the department, the cadre schedule is yet to be published. In this connection, at the fag end of the Financial year 2023-24, the 'Hierarchy' for Self-Appraisal Report (SAR) of the officers belonged to the cadres of the WBLR Service is also required to be declared by the department. Otherwise, the concerned officers will not be able to set their SAR -Hierarchy route for submission of their SAR duly within the timeline.

Thus, on behalf of our association, I would like to request you to take necessary steps in this regard.

Thanking you,

Yours sincerely,
Krishnanu Deb
General Secretary

○ **ভগবানগোলা-১ বি এল এন্ড এল.আর.ও অফিসে দুষ্কৃতী হানার প্রতিবাদ জানিয়ে যথাযথ প্রতিকারের দাবীতে সমিতির পক্ষ থেকে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে নীচের পত্রখানি প্রেরণ করা হয়েছে:-**

Memo No.: 05/ALLO/2024 Date: 08/04/2024

To,
The Additional Chief Secretary &
Land Reforms Commissioner, West Bengal
Land & Land Reforms & Refugee Relief & Rehabilitation Department
NAB ANNA,
Howrah-711102.

Sub: Henious attack on the officers by the miscreants at O/o, BL&LRO, Bhagwangola-1, Murshidabad on 05/04/2024.

Ref:- News published on 07/04/2024 in the 'Smbad Pratidin', a Bengali daily newspaper.

Respected Sir,

In terms of the above captioned subject and reference, I, on behalf of our association would like to express our grave concern for your kind attention.

It is reported in the very news that on 05/04/2024, a few numbers of miscreants appeared at the office of BL&LRO, Bhagwangola-1 and harassed the officials present therein and ransacked the government properties. It is learnt that a complaint has already been lodged at the local police station against the culprits. It is learnt that a group of people have gone there with some sort of grievances and that can well be resolved by the course of law; recourse to hooliganism is not the way at all. It is also learnt that no legitimate steps have been taken by the authorities responsible for maintaining law and order. Under such circumstances, it is hard for the officials to discharge their duty at the very office.

It is needless to mention here that the offices of the BL&LROs are running with acute shortage of staff and as the Parliament General Election 2024 is in its full course, most of the officers and staff of the BL & LRO offices are engaged in various segments to ensure free and fair election. Such types of attack will demoralise the government officials to discharge their duties.

Thus, on behalf of our association, I would like to request your kind self to take immediate steps to boost the morale of the entire fraternity of the officials working under you.

Thanking you.

Yours sincerely,
Krishnanu Deb
General Secretary

Memo. No. 05/1(1)/ALLO/2024 Date : 08/04/2024

Copy forwarded to:-

1. The Director of Land Records & Surveys and Jt. Land Reforms Commissioner, West Bengal, for her kind perusal and necessary action.

Yours sincerely,
Krishnanu Deb
General Secretary

স্মরণ

সম্প্রতি প্রয়াত হয়েছেন সমিতির উত্তর দিনাজপুর জেলা-সংগঠনের প্রাক্তন নেতৃত্ব বীরেন দাসের। তাঁর অমলিন স্মৃতির উদ্দেশে জানাই সুগভীর শ্রদ্ধা।

সম্প্রতিকালে জীবনাবসান ঘটেছে—

রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী ও শ্রমিক-কৃষক আন্দোলনের সাথী **নারায়ণ বিশ্বাস,**

ভারতীয় ধ্রুপদী সঙ্গীতের অন্যতম জনপ্রিয় শিল্পী **উস্তাদ রাশিদ খান,**

বিশিষ্ট পদার্থবিজ্ঞানী—**পিটার হিগস্**

বিশিষ্ট অভিনেত্রী **শ্রীলা মজুমদার,**

বিশিষ্ট আইনজীবী **ফলি এস নরমান,**

চিত্র-পরিচালক **কুমার সাহানী,**

সঙ্গীত শিল্পী **পঙ্কজ উদাস,**

জনপ্রিয় বেতার-সঞ্চালক **আমিন সায়ানি,**

জনপ্রিয় ছড়াকার ও কবি **ভবানীপ্রসাদ মজুমদার,**

চিত্র শিল্পী **রণেন আয়ান দত্ত,**

চিত্র গ্রাহক **তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়,**

বিশিষ্ট অভিনেতা **পার্থসারথি দেব** প্রমুখ স্ব স্ব ক্ষেত্রে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের।

বিবিধ প্রাকৃতিক বিপর্যয় ও দুর্ঘটনায়, সাম্রাজ্যবাদী ও প্রতিক্রিয়শালী শক্তির আক্রমণে, গণতন্ত্র ও মানবাধিকার রক্ষার আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে এই সময়কালে দেশে-বিদেশে প্রাণ হারিয়েছেন অসংখ্য মানুষ।

প্রয়াতদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে জানাই সুগভীর শ্রদ্ধা।

পঞ্চত্রিংশ বর্ষ, ষষ্ঠ সংখ্যা
ষট্‌ত্রিংশ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা

আলো

নভেম্বর - ডিসেম্বর : ২০২৩
জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী : ২০২৪

এ্যাসোসিয়েশন অব ল্যান্ড এন্ড ল্যান্ড রিফর্মস অফিসার্স,

ওয়েষ্ট বেঙ্গল

সমিতির ঊনবিংশতম

রাজ্য সম্মেলন

সফল করার লক্ষ্যে

জেলায় জেলায় প্রচার প্রস্তুতি গড়ে তুলুন।

কেন্দ্রীয় কমিটি

সম্পাদক ঃ অম্লান দে

এ্যাসোসিয়েশন অব ল্যাণ্ড এণ্ড ল্যাণ্ড রিফর্মস অফিসার্স, ওয়েস্ট বেঙ্গল

- এর পক্ষে সাধারণ সম্পাদক কৃশানু দেব কর্তৃক প্রকাশিত

মুদ্রণে ঃ ভোলানাথ রায়,
মোঃ ৯৮৩১১৬৮৬০৯